"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রভাত কালে মন ও বুদ্ধির সহযোগে এই বাবাকে স্মরণ করো এবং তার সাথে ভারতকে দৈবী-রাজস্থান গড়ার সেবা করো"

*প্রশ্নঃ - সূর্যবংশী রাজধানীতে আসার প্রাইজ কিসের আধারে পাওয়া যায়?

*উত্তরঃ - সূর্যবংশী রাজধানীর প্রাইজ নিতে হলে বাবার সম্পূর্ণ সহায়তাকারী হও আর শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। এর জন্য আশীর্বাদ চাইবে না, বরং যোগবলের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র বানাবার পুরুষার্থ করতে হবে। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করে এক ও একমাত্র মোস্ট বিলাভড বাবাকে স্মরণ করো, তবেই সূর্যবংশী রাজধানীর প্রাইজ পেয়ে যাবে। তার মধ্যেই পীস, পিউরিটি, প্রস্পারিটি...সবকিছু আছে ।

*গীতঃ- অবশেষে সেই দিন এলো আজ...

ওম্ শান্তি । এই ওম্ শান্তি-র অর্থ তো বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকেই। বাবা যা কিছু বোঝান, তা তোমরা ছাড়া জগতের আর কেউই বুঝতে পারবে না। তারা এমন বোধ করবে যেন হঠাৎ করে কেউ যদি মেডিকেল কলেজের ক্লাসে বসে পড়া শুনলে যেমন কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না । এই রকম কোনও সৎসঙ্গ হয় না, যেখানে মানুষ বসে শুনছে, অথচ কিছুই বুঝতে পারছে না। সেখানে তো পুঁথি-শাস্ত্র ইত্যাদি শোনানো হয়। কিন্তু তোমাদের হলো উচ্চ থেকেও উচ্চতর কলেজ। যদিও এটা কোনো নতুন কথা নয়।

আবারও সেইদিন এসেছে, যখন বাবা বসে বাচ্চাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এই সময় ভারতে রাজত্ব তো নেই। তোমরা এই রাজযোগ শিখে রাজারও রাজা হয়ে উঠছো অর্থাৎ তোমরা জানো বিকারগ্রস্ত রাজা যারা আছে তাদেরও আমরা রাজা হব। তোমাদের বুদ্ধি খুলে গেছে। যা কিছু কর্ম তোমরা কর সেটা বুদ্ধিতে থাকে না! তোমরা উত্তরাধিকারী, তোমরা জানো আমরা আত্মারা বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে ভারতকে পবিত্র করে তুলি এবং চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ ধারণ করে আমরা চক্রবর্তী রাজা হতে চলেছি। এটা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আমরা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছি। বিজয় তো আমাদের হবেই। এটা নিশ্চিত। আমরা আবারও এই ভারতকে পুনরায় ডবল মুকুটধারী রাজস্থান বানাচ্ছি। বাবা চিত্র দিয়ে খুব ভালো ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেন। আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে এখন ফিরে যাব। এরপর আবারও এসে রাজত্ব করব। এ'সবই ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা করছে। ব্রহ্মাকুমারীদের এই সংস্থাটিতে কি হয় ? জিজ্ঞাসা করে তাইনা। বি.কে-রা তথক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে বলে আমরা এই ভারতকে পুনরায় দৈবী রাজস্থান করে তুলছি, শ্রীমৎ অনুসারে। মানুষ তো 'শ্রী' এর অর্থও জানে না। তোমরা জানো শ্রী শ্রী হলেন শিববাবা, ওঁনারই মালা তৈরি হয়। এই সম্পূর্ণ রচনা কার? ক্রিয়েটার তো বাবা তাই না ! সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী যা আছে, সম্পূর্ণ মালা রুদ্র শিববাবার। সবাই নিজেদের রচয়িতাকে জানে কিন্তু তাঁর অ্যকুপেশন (কর্তব্য) সম্পর্কে জানে না। তিনি কবে আর কিভাবে এসে পুরানো দুনিয়াকে নতুন করে গড়ে তোলেন - এটা কারো বুদ্ধিতে নেই। ওরা তো মনে করে - কলিযুগ এখনও অনেক বছর চলবে।

তোমরা এখন জানো যে আমরা দৈবী রাজস্থান স্থাপন করার নিমিত্ত হয়েছি। প্রকৃতপক্ষেই দৈবী রাজস্থান হবে এরপর ক্ষত্রিয় রাজস্থান হবে। প্রথমে সূর্য বংশী কুল তারপর ক্ষত্রিয় কুলের রাজ্য হবে। তোমাদের চক্রবর্তী রাজা রাণী হতে গেলে বুদ্ধিতে চক্র ঘোরা উচিত তাইনা। তোমরা যে কাউকে এই চিত্র দিয়ে খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পার। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সূর্যবংশী কুলের এবং এই রাম-সীতা হলেন ক্ষত্রিয় কুলের। এরাই তারপর বৈশ্য, শুদ্র বংশী পতিত কুলের হয়ে যায়। এরপর পূজ্য থেকে পূজারি হয়ে যায়। সিঙ্গল মুকুটধারী রাজাদের চিত্রও তৈরি করা উচিত। এই এগ্জিবিশন (প্রদর্শনী) খুব ওয়ান্ডারফুল (চমকপ্রদ) হবে। তোমরা জানো ড্রামা অনুসারে সার্ভিসের জন্য এই এক্জিবিশনের খুব প্রয়োজন তবেই তো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসবে। নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপন হচ্ছে - এই চিত্র দিয়ে বোঝান হয়। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এটা তো বোঝান হয়েছে যে সত্যযুগে আত্মার মধ্যে জ্ঞান থাকে সেটাও যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন অনায়াসে ভাবনা আসে যে এখন এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করতে হবে। এই ভাবনা শেষ সময়ে আসে। বাকি পুরো সময়টাই খুশি-আনন্দে থাকে। প্রথমে এই জ্ঞান থাকে না। বাচ্চাদের বোঝান হয় পরমপিতা পরমাত্মার নাম,রূপ, দেশ, কাল সম্পর্কে কেউ-ই জানে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা এসে নিজের পরিচয় না দেন আর এই পরিচয় খুব গভীর। তাঁর রূপ তো প্রথমে লিঙ্গই বলতে হয়। রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে মাটির লিঙ্গ তৈরি করে, পুজা করা হয়। বাবা ও

প্রথমে এটা বলেন নি যে বিন্দু রূপ। বিন্দু রূপ বললে তোমরা বুঝতে পারতে না। যে বিষয়ে যখন বোঝানোর হয় তখনই বুঝিয়ে থাকি। এটা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় যে প্রথমে কেন বলো নি যেটা এখন বুঝিয়ে বলছ। না , ড্রামায় এভাবেই নির্ধারিত হয়ে আছে। এই এক্সিজবিশনের মাধ্যমে সার্ভিস অনেক বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোনো উদ্ভাবন (ইনভেনশন) বের হলে সেটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন বাবা মোটরের উদাহরণ দেন। প্রথমে ইনভেনশন করতে পরিশ্রম করতে হয় তারপর দেখ বড়-বড় কারখানায় এক মিনিটে মোটর তৈরি হয়ে যায়। কিভাবে বিজ্ঞানের (সায়েন্স) আবির্ভাব হয়েছে।

তোমরা জানো যে, কত বড় এই ভারত । কত বড় এই দুনিয়া। তারপর কত ছোট হয়ে যাবে। এটা বুদ্ধিতে ভালো ভাবে বসাতে হবে। যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা, তাদেরই বুদ্ধিতে থাকবে। বাকিদের তো খাদ্য-পানীয়, পরচর্চা করে, সময় নষ্ট হয়ে যায়। তোমরা জানো যে ভারতে পুনরায় দৈবী রাজস্থান স্থাপন হচ্ছে। বাস্তবে রাজধানী শব্দটাও ভুল। ভারত দৈবী রাজস্থানে পরিণত হতে চলেছে। এই সময় হল আসুরিক রাজস্থান, রাবণের রাজ্য। প্রত্যেকের মধ্যে ৫ বিকারের প্রবেশ হয়েছে। কোটি সংখ্যক আত্মা, সবাই হল অ্যাক্টর্স। নিজের-নিজের সময়ানুসারে এসে তারপর আবার ফিরে যায়। তারপর আবারও প্রত্যেককেই নিজের পার্ট রিপিট করতে হয়। সেকেন্ড বাই সেকেন্ড ড্রামা হুবহু রিপিট হয়ে চলেছে। কল্প পূর্বেও যে পার্ট প্লে হয়েছে, সেটাই এখন আবারও প্লে হচ্ছে, এতো কিছু বুদ্ধিতে রাখতে হবে।

কাজকারবারের মধ্যে থাকলে স্মরণ করা মুশকিল হয়ে যায়, সেইজন্যই বাবা বলেন প্রভাত কালের এত মহিমা। ওরা গায় আমার মন প্রভাতে রামকে স্মরণ করে..... বাবা বলেন এখন অন্য কিছু আর স্মরণ করবে না, প্রভাতকালে আমাকে স্মরণ করো। বাবা এখন সম্মুখে বসে বলেন, ভক্তি মার্গে গায়ন করা শুরু করে। সত্যযুগ-ত্রেতায় গায়ন হয় না। বাবা বোঝান - হে আত্মা, নিজের মন-বুদ্ধি দিয়ে প্রভাতে আমাকে (বাবাকে) স্মরণ করো। ভক্তরা প্রায়শঃই রাতে জেগে থাকে, কিছু না কিছু স্মরণ করে । এখানকার আচার-অনুষ্ঠান এ'সবই ভক্তি মার্গ থেকে চলতে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা বোঝানোর জন্য ভিন্ন-ভিন্ন যুক্তি পেতে থাকো। ভারত প্রথমে দৈবী রাজস্থান ছিল, এরপর ক্ষত্রিয় রাজস্থান, তারপর বৈশ্য রাজস্থান হয়। দিনে-দিনে তমোপ্রধান হতে থাকে, নিচে অবশ্যই নামতে হবে। প্রধান হলো চক্র, চক্রকে জানলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। এখন তোমরা কলিযুগে বসে আছ। সামনে সত্যযুগ। এই চক্র কিভাবে ঘুরছে, এর জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা জানো কাল (ভবিষ্যতে) আমরা সত্যযুগের রাজধানীতে থাকব। কত সহজ। উপরে ত্রিমূর্তি শিবও আছে, চক্রও আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণও এর মধ্যে এসে যায়। এই চিত্র সামনে থাকলে সহজেই যে কাউকেই বোঝাতে পারবে। ভারত দৈবী রাজস্থান ছিল, এখন আর নেই। এক মুকুটধারীও কেউ নেই। চিত্রের মাধ্যমেই বাচ্চারা তোমাদের বোঝাতে হবে। এই চিত্র খুব ভ্যালুয়েবল্ (মূল্যবান)। কত ওয়ান্ডারফুল জিনিস! সুতরাং ওয়ান্ডারফুল রীতিতেই বোঝাতে হবে। এই বৃক্ষ এবং ত্রিমূর্তির চিত্রও সবাইকে নিজের-নিজের ঘরে রাখতে হবে। কোনো মিত্র-সম্বন্ধ ইত্যাদি কেউ এলে এই চিত্র দিয়েই বোঝান উচিত। এটা ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিয়োগ্রাফী। প্রতিটি বাচ্চার কাছে এই চিত্র অবশ্যই থাকা উচিত। সাথে যেন ভালো-ভালো গানও থাকে। অবশেষে সেই দিন এসেছে - প্রকৃতপক্ষেই বাবা এসেছেন। আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। চিত্র যে কেউ চাইলেই পেতে পারে। গরিবরা ফ্রি তে পেতে পারে। কিন্তু ওদের বোঝানোর জন্যেও শক্তি চাই। এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের খাজানা। তোমরা হলে দাতা, তোমাদের মতো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান কেউ-ই করতে পারবে না। এমন দান আর কোথাও হয়না। সুতরাং দান করা উচিত, যে আসবে তাকে বোঝান উচিত। এরপর একে অপরকে দেখে অনেক আসতে থাকবে। এই চিত্র অতি মূল্যবান জিনিস, অমূল্য। যেমন তোমাদেরও অমূল্য বলা হয়। তোমরা কড়িহীন থেকে হীরা তুল্য হয়ে উঠছ। এই চিত্র বিদেশে নিয়ে গিয়ে যদি কেউ বোঝায় তাহলে কামাল হয়ে যাবে। দীর্ঘ সময় ধরে এই সন্ন্যাসীরা বলে আসছে যে আমরা ভারতে যোগ শেখাই। প্রত্যেকেই নিজ ধর্মের মহিমা করে থাকে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কতজনকে বৌদ্ধ বানিয়েছে, কিন্তু এতে লাভ তো কিছুই নেই। তোমরা তো এখানে মনুষ্যকে বাঁদর থেকে মন্দিরের যোগ্য করে তুলছ। ভারতই সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। ভারত গোরা ছিল, এখন কালো হয়ে গেছে। এখানে কত মানুষের বসবাস। সত্যযুগে তো অল্প সংখ্যক হবে তাইনা। সঙ্গম যুগেই বাবা এসে স্থাপনা করেন। রাজযোগ শেখান। সেইসব বাচ্চাদেরই শেখান, যারা কল্প পূর্বেও শিখেছিল। স্থাপনা তো হবেই। বাচ্চারা রাবণের কাছে পরাজিত হয় তারপর রাবণের উপরেই বিজয় প্রাপ্ত করে থাকে। কত সহজ ব্যাপার। সুতরাং বাচ্চাদের বড় চিত্র তৈরি করে সেটা দিয়েই সার্ভিস করতে হবে। বড়-বড় অক্ষরে লেখা হতে হবে। লেখা উচিত – এখান থেকে ভক্তি মার্গ শুরু হয়। যখন দুর্গতি সম্পূর্ণ হবে অবশ্যই বাবা সদ্গতি দিতে আসবেন তাইনা।

বাবা বুঝিয়েছেন এমন কথা কাউকে কখনো বলবে না যে ভক্তি করবে না। না, বাবার পরিচয় দিয়ে বোঝাতে হবে তবেই তীর লাগবে (উপলব্ধি হবে)। তোমরা জানো মহাভারতের লড়াই কেন বলা হয়? কেননা এই যজ্ঞ অত্যন্ত বড় এবং এই

যজ্ঞের আগুন থেকেই লড়াই শুরু হয়। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। এইসব বিষয় তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। মনুষ্য শান্তির জন্য প্রাইজ পেয়ে থাকে। কিন্তু শান্তি তো হয় না। বাস্তবে শান্তি স্থাপন করতে পারেন একমাত্র বাবা। ওঁনার সাথে তোমরাও সহযোগী হয়ে ওঠো। তোমরা প্রাইজও পেয়ে থাকো। বাবা থোড়াই প্রাইজ পান। বাবা তো হলেন দাতা। তোমরা নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী প্রাইজ পেয়ে থাকো। তোমরা এখন পিউরিটি, পীস, প্রসপারিটি (পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধি) স্থাপন করছ। কত বড় উপহার। তোমরা জানো যে যত পরিশ্রম করবে, সে সূর্য বংশী রাজধানীর প্রাইজ পাবে। বাবা শ্রীমত প্রদান করেন। এমন নয় যে বাবা, আশীর্বাদ করো। স্টুডেন্টদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। যোগবলের দ্বারাই তোমাদের আত্মা পবিত্র হবে। তোমরা সবাই সীতা, অগ্নিকে অতিক্রম করে যাও। হয় যোগবল দ্বারা পার হতে হবে নতুবা আগুনে জ্বলতে হবে। দেহ সহ সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে একমাত্র মোস্ট বিলাভড বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু নিরন্তর স্মরণে থাকা খুব মুশকিল হয়ে যায়। এতে সময় লাগে। গাওয়াও হয়ে থাকে যোগ অগ্নি। ভারতের প্রাচীন যোগ এবং জ্ঞান প্রসিদ্ধ কারণ গীতা হলো সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি। ওখানে রাজযোগ শব্দটা আছে, কিন্তু রাজ শব্দটি গুপ্ত করে শুধু যোগ শব্দটা নেওয়া হয়েছে। বাবা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না যে এই রাজযোগ দ্বারাই আমি তোমাদের রাজাদেরও রাজা করে তুলব। এখন তোমরা শিববাবার সম্মুখে বসে আছো। তোমরা জানো আমরা সব আত্মারা পরমধাম নিবাসী এরপর আমরা শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করি। শিববাবা পুনর্জন্ম নেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেও পুনর্জন্ম নিতে হয়না। বাবা বলেন আমি আসি পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার জন্য সেইজন্যই সবাই স্মরণ করে বলে পতিত-পাবন এসো, এটা অ্যাকুরেট শব্দ। বাবা বলেন আমি তোমাদের পবিত্র অর্থাত্ দেবী-দেবতা করে তুলছি সুতরাং এতোটাই নেশা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। বাবা এনার মধ্যে এসে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। এই ফলের বাগানের মালী হচ্ছেন বাবা, আমরা বাবার হাত ধরেছি। এটা সম্পূর্ণ বুদ্ধির বিষয়। বাবা আমাদের ঐ পারে, বিষয় সাগর থেকে ক্ষীরের সাগরে নিয়ে যান। ওখানে (সত্যযুগে) বিষ থাকে না, সেইজন্যই তাকে নির্বিকারী ওয়ার্ল্ড বলা হয়। ভারত নির্বিকারী ছিল, এখন বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছে। এই চক্র ভারতের জন্যই। ভারতবাসীরাই চক্র পরিক্রমা করে। বাকি ধর্মাবলম্বীরা সম্পূর্ণ চক্র পরিক্রমা করে না। ওরা তো পরে আসে। এটা বড়ই ওয়ান্ডারফুল চক্র। বুদ্ধিতে নেশা থাকা উচিত। এই চিত্রের প্রতি অ্যাটেনশন থাকা উচিত। সার্ভিস করে দেখাও। বিদেশে চিত্র গেলে নাম প্রসিদ্ধ হবে। বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের যে খাজানা পেয়েছো তা দান করতে হবে। নিজের সময়কে খাওয়া-দাওয়া, নিন্দা-চর্চা করে ব্যর্থ নষ্ট করা উচিত নয়।

২) কড়ি তুল্য হয়ে যাওয়া মানুষকে হীরা তুল্য করে তোলার সেবা করতে হবে। বাবার কাছে আশীর্বাদ বা কৃপা চাওয়া উচিত নয়। ওঁনার রায় অনুসারে চলতে হবে।

বরদানঃ- সেবার দ্বারা প্রাপ্ত মান, পদমর্যাদার ত্যাগী হয়ে অবিনাশী ভাগ্য নির্মাণকারী মহাত্যাগী ভব

তোমরা বাচ্চারা যে শ্রেষ্ঠ কর্ম করে থাকো - এই শ্রেষ্ঠ কর্ম অথবা সেবার প্রত্যক্ষফল হলো - সকলের দ্বারা মহিমা হওয়া। সেবাধারী শ্রেষ্ঠ গায়নের আসন প্রাপ্ত করে। মান, পদমর্যাদার আসন প্রাপ্ত করে, এই সিদ্ধি অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই সিদ্ধি পথের একটা ধাপ মাত্র, এটা কোনো চূড়ান্ত গন্তব্য (মঞ্জিল) নয়। সেইজন্যই একে ত্যাগ করে ত্যাগী, ভাগ্যবান হয়ে ওঠো, একেই বলা হয় মহাত্যাগী হওয়া। গুপ্ত মহাদানীর বিশেষত্ব হলো ত্যাগেরও ত্যাগী।

স্লোগানঃ- ফরিস্তা হতে গেলে সাক্ষী হয়ে প্রত্যেক আত্মার পার্টকে দেখো আর সকাশ দাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;